

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৮৬০

পর্ব-২৯: চারিত্রিক গুণাবলি ও মর্যাদাসমূহ (كتاب الْفَضْنَائِل وَالشَّمَائِل)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - নুবুওয়্যাতের নিদর্শনসমূহ

الفصل الاول (بَابِ عَلَامَات النُّبُوَّة)

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرُقِي مِنْ هَذَا الرِّيحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِي رَأَيْتُ هَذَا الرِّيحِ اللَّجُلِ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ. قَالَ: فَلَقِيَهُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذَا الرِّيحِ فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلُلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّعْمَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوَّلَاءِ. وَلَقَدْ بَلَغْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ فَلَا السَّعُمَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلُ كَلِمَاتِكَ هَوْلَاءٍ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَكَ هُولَاءٍ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلِكَ هَوْلَاءٍ مَنَا الْبَعْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ فَوَى اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ: فَبَايَعَهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَفِي بَعْضِ نُسَحْ ﴿ الْمُصَلِيحِ ﴿ : بَلَغْنَا اللَّاسِ عَلَى الْإِسْلَامِ قَلَى الْسَعْحِ الْهُ مَنْ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ: الْمَالِ عَنْ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ: الْمُلَامِ فَيْ الْبَابُ خَالِ عَن الْفَصْلُ التَّانِي وَلَا الْمُنَا الْتَابِي عَن الْفَصْلُ التَّانِي وَالْمَلَامِ اللَّالَةُ الْمَلَا اللَّالَالُ فَاللَا عَن الْفَصْلُ التَّانِي الْمُقَالَانَ الْقُولُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمُلَامِ مَا وَهَا الْبُابُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ فِي بَابِ إِلْمُلَامِ مَا وَهَا الْلَهُ الْمُلَامِ مَا اللَّا الْمُلَامِ مَا اللَّالَامُ اللَّا الْمَوْلُولُ الْمُلَامِ مَا الْمُسَمِّلَ الْمُلْ الْمُلَامِ اللَّا الْمُو

رواه مسلم (46 / 868)، (2008) 0 حدیث ابی هریرة تقدم (5418) و حدیث جابر بن سمرة تقدم 5417) ۔

(صَحِيح)

বাংলা

৫৮৬০-[৯] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আযদ শানুয়াহ্' গোত্রের 'যিমাদ' নামে এক লোক



একদিন মক্কায় আগমন করল। যিমাদ মন্ত্র দ্বারা জিন-ভূতের ঝাড়-ফুঁক করত। সে মক্কার অজ্ঞ নির্বোধ লোকেদের কাছে শুনতে পেল যে, মুহাম্মাদ পাগল হয়ে গেছে। এটা শুনে সে বলল, যদি আমি ঐ লোককে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.) -কে] দেখতাম তাহলে চিকিৎসা করতাম। হয়তো আমার চিকিৎসায় আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাতে সুস্থ করে দিতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর 'যিমাদ' রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি জিন-ভূতের চিকিৎসা করব। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) পাঠ করলেন, (অর্থাৎ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তারই প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য কামনা করি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউই পথভ্রম্ভ করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রম্ভ করেন তাকে কেউই সোজা পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই এবং তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল (সা.)।

অতঃপর যিমাদ বলল, আপনি উক্ত বাক্যগুলো আমাকে আবার শুনান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বাক্যগুলো তিনবার পাঠ করলেন। এতদশ্রবণে যিমাদ বলল, আমি গণকের কথাও শুনেছি, জাদুকরের কথাও শুনেছি এবং কবিদের কথাও শুনেছি। কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মতো এমন বাক্য আমি আর কখনো শুনিনি। মূলত আপনার প্রতিটি বাক্য অথৈ সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পৌছে গেছে। অতএব আপনি আপনার হাতখানা প্রশস্ত করুন। আমি আপনার হাতে ইসালামের বায়আত করব। বর্ণনাকারী বলেন, তখনই সে রাসূল (সা.) -এর হাতে বায়'আত করল। (মসলিম)

(গ্রন্থকার বলেন) মাসাবীহের কোন কোন নুসখায় (بَلَغْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ) "তারা পৌছল গভীর সমুদ্রে" এর স্থলে (بَلَغْنَا نَاعُوسَ الْبَحْر) রয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ে আবৃ হুরায়রাহ (রাঃ) -এর বর্ণিত হাদীস (يهْلك كسْرَى) "কিসরা ধ্বংস হবে এবং জাবির (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস (ليفتحنَّ عِصَابَةُ "অবশ্যই একদল বিজয় লাভ করবে" "মালাহিম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ফুটনোট

সহীহ: মুসলিম ৪৬-(৮৬৮), সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৬৮, আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৬০১১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (مِنْ هَذَا الرِّيح) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা এক ধরনের সমস্যা ছিল। তিনি এটাকে এক ধরনের পাগলামী বলে উল্লেখ করেছেন। তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা যে রোগটাকে 'রীহ' বলে নামকরণ করত তা হলো, তারা মনে করত জিন-ভূত মানুষকে আক্রমণ করত। আর তারা জিন ভূতের এ আসর-কে 'রীহ' বলে নামকরণ করত। আবূ মূসা বলেন, এখানে 'রীহ' অর্থ জিন। তারা তাকে রীহ বলত, কারণ বাতাস যেমন দেখা যায় না তেমনি জিনও দেখা যায় না। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত



পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন